এই সময়
সংবাদপত্র

জলাভূমি ভরাট নিয়ে হুঁশিয়ারি মমতার, ভৎর্সনা জেলাশাসককে

বারুইপুরে প্রশাসনিক বৈঠক

আলোচনায় ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী — এই সময়

এই সময়, বারুইপুর: জলাভূমি ভরাট করে বা সরকারি জমি দখল করে নির্মাণকাজ করা যাবে না। শুধু পুলিশ নয়, পুরসভার চেয়ারম্যান বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদেরও এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রশাসনিক বৈঠকে কড়া ভাবে এ কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জোর দিয়েছেন রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও পরিবহণের উপরেও।

জেলায় কোথায় কোন রাস্তা খারাপ ও কেন খারাপ, সে কথা বৈঠকে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ঠিকাদার সংস্থা যদি দ্রুত কাজ শেষ না করতে পারে তবে ওই সংস্থাকে যেন কালো তালিকাভুক্ত করা হয়।' সুন্দরবনে নদী পরিবহণ উন্নত করার উপরেও তিনি জোর দিয়েছেন। সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরার থেকে ভুটভুটি চলাচল, ফেরিঘাটের বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি নিয়ে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় প্রতিটি ব্লকে কেন লো ভোল্টেজ ও ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে, তাও জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সদুত্তর না পাওয়ায় দপ্তরের আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধমকও খান। জেলায় কোনও আর্থিক নীতি মানা হচ্ছে না বলেও তিনি জেলাশাসক পি বি সেলিমকে ভর্ৎসনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সেলিম, এমন কোনও কাজ কোরো না যাতে পরের ডিএমের কাজ করতে সমস্যা হয়।' রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে বলেন, 'সোনারপুর থানাকে ভেঙে দু'ভাগ করা হবে।' বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, নোদাখালি থেকে জল আসার ব্যবস্থা থাকলেও তা এসে পৌঁছচ্ছে না। জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ জানান, বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি-ঘর নির্মাণের জন্য নিকাশি নর্দমা বুজে আছে, ফলে জল জমে থাকছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুধু পুলিশের উপর ভরসা করলে হবে না, জনপ্রতিনিধিদের এ জন্য সজাগ হতে হবে। কোনও জলাভূমি ভরাট করে বা খাস জমিতে নির্মাণ করতে দেওয়া যাবে না।'

ধনঞ্জয় মামলায় পুনর্তদন্তের দাবি: বারো বছর আগে আলিপুর জেলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের। তখনই সেই ফাঁসি ঘিরে বহু মানুষ প্রশ্ন তুলেছিলেন। ধনঞ্জয় নিজে আগাগোড়া নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন। তাঁর পরিজনেরও ছিল একই দাবি। বাঁকুড়ার ছাতনায় ধনঞ্জয়ের গ্রামের অনেকে পথে নেমেছিলেন তাঁর প্রাণরক্ষার তাগিদে। আরও বহু মানুষ ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।

সেই সংশয় আরও প্রকট হয়েছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে কর্মরত দুই অধ্যাপক— প্রবাল চৌধুরী, দেবাশিস সেনগুপ্ত এবং তাঁদের বন্ধু আইআইটি-র প্রাক্তনী পরমেশ গোস্বামীর দীর্ঘ অনুসন্ধানে। তদন্ত ও বিচার-প্রক্রিয়া নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। তাঁদের অনুসন্ধানের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করল গুরুচণ্ডালি। 'আদালত মিডিয়া সমাজ এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসি' শীর্ষক গ্রন্থটি বৃহস্পতিবার ভারতসভা হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন সাহিত্যিক অমর মিত্র। এই উপলক্ষে আলোচনায় বিচার-বিভ্রাটে গরিব এবং দুর্বলতর শ্রেণির মানুষের প্রাণান্ত নিয়ে সোচ্চার হন বক্তারা। সত্য উদ্‌ঘাটনে ধনঞ্জয় মামলার পুনর্তদন্ত এবং মরণোত্তর কলঙ্কমুক্তির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি স্মারকলিপিতে সই সংগ্রহও শুরু হয়েছে।